দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদ-নদীর মৃত্যু ঘটাচ্ছে পাটা ও বাঁধ

মিজানুর রহমান তোতা ঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের নদ-নদীর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে জীবন্ত মৃত্যু ঘটাচ্ছে পাটা ও বাঁধ। এমনিতেই খনন ও ড্রেজিং করে নদ-নদী বাঁচানোর কোন উদ্যোগ নেই। তার ওপর পাটা ও বাঁধ নির্মাণসহ বিভিন্ন পন্থায় নদী দখল ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করছে। নদ-নদীর বুকের পাথর সরছে না। বরং দিনে দিনে বাড়ছে। এতে নদ-নদীর স্বাভাবিক গতি থেমে যাচ্ছে। নদী বিশেষজ্ঞ ও সচেতন ও পর্যবেক্ষক মহলের বক্তব্য নদী বাঁচানোর জন্য খনন ও ড্রেজিং-এর চেয়ে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন পাটা ও বাঁধ অপসারণের। তা না হলে নদ-নদী রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। যশোর, খুলনা, মাগুরা, ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, নড়াইল ও সাতক্ষীরাসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ছোট-বড় এবং পদ্মার শাখা-প্রশাখা ও অভিন্ন নদ-নদীর সংখ্যা শতাধিক। এমন কোন নদী খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে বাঁধ ও পাটা নেই। তাছাড়া নদী দখল করে বাড়ী-ঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছে মাইলের পর মাইল। গোটা অঞ্চলের নদ-নদীর কোন কোন অংশে যতটুকু প্রবাহ ছিল তাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে অপরিকল্পিত ব্রিজ, পাটাতন দিয়ে মাছ চাষ, অবৈধ দখল, স্লুইস গেট ও পোল্ডার এবং ভেড়িবাঁধ নির্মাণ করার কারণে। প্রায় সব নদ-নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে গেছে বেশ আগেই। নদ পাড়ের সাধারণ মানুষের কথা ‘নদ-নদী কার্যত অভিভাবকহীন। যখন যে যেমন পারে নদপাড় দখল করে নিচ্ছে’।

আসলেই কোথাও নদ-নদী তার আপন গতিতে চলতে পারছে না। এতে শুষ্ক মৌসুমে পানি সংকট তীব্র হচ্ছে। বর্ষা মৌসুমে সৃষ্টি হচ্ছে স্থায়ী পানিবদ্ধতা। নদীপথের চলাচল হচ্ছে বিঘ্নিত। নদীতে স্রোত না থাকায় কচুরীপনা ও ময়লা জমে মশার বংশবৃদ্ধি ঘটছে। নদ-নদীর প্রাণশক্তি ক্রমাগতভাবে কমে যাওয়ায় পরিবেশগত বিপর্যয় ঘটছে। শীতে তাপমাত্রা নিচে নেমে যাচ্ছে। গরমে দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হচ্ছে এ অঞ্চলে। এবারের গ্রীষ্মে স্বাধীনতার পর ৪৩ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা হয়। বিশ্বের বৃহত্তম ফরেস্ট সুন্দরবন পড়ছে হুমকির মুখে। লবণাক্ততা গ্রাস করছে নতুন নতুন এলাকা। কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিও হয়ে পড়ছে স্থবির। বনজ ও মৎস্য সম্পদেরও অপূরণীয় ক্ষতি করছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড, হাইড্রোলজি বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান ও নদী নিয়ে কাজ করা বেসরকারী সংগঠন কেউই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন নদ-নদীতে কত সংখ্যক পাটা ও বাঁধ আছে তার হিসাব দিতে পারেনি। তবে বলেছে, কোন হিসাব নেই, তবে হাজার হাজার।

নদীতে পাটা ও বাঁধ দেয়ায় চলতি বর্ষা মৌসুমে ঐতিহ্যবাহী কপোতাক্ষ নদের অবস্থা খুবই করুণ হয়ে পড়েছে। শত শত কিলোমিটার কপোতাক্ষ নদপাড়ের এলাকা পানিবদ্ধতা মারাত্মক রূপ নিয়েছে। যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনার কপিলমুনী, তালা, কলারোয়া, পাটকেলঘাটা, কেশবপুর, মনিরামপুর ও ঝিকরগাছাসহ বিভিন্ন জেলা ও উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকার ফসলী জমি পানিবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কপোতাক্ষ ছাড়াও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মাথাভাঙ্গা, চিত্রা, কুমার, ফটকী, মধুমতি, ভৈরব, নবগঙ্গা, কপোতাক্ষ ও বেতাইসহ পদ্মা ও গড়াইয়ের শাখা নদ-নদীর অবস্থাও খারাপ। পানি ধারণ ক্ষমতা না থাকা এবং নদীর বুকে বাঁধ ও পাটা দেয়ায় পানি নিষ্কাশন হতে পারছে না। গত কয়েকদিন সরেজমিন কপোতাক্ষ, ভৈরব, বেতনা, মুক্তেশ্বরী ও হরিহরসহ বিভিন্ন নদীপাড়ে ঘুরে দেখা গেছে জেলা ও উপজেলার বিভিন্ন পয়েন্টের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বিভিন্ন সংগঠনের নামে বেআইনীভাবে দখল কিংবা সরকারী দফতর থেকে ইজারা নিয়ে নদীর বুকে পাটাতন এমনকি আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করছে। কপোতাক্ষ বাঁচাও আন্দোলন এবং ভৈরব নদ রক্ষা কমিটিসহ বিভিন্ন সংগঠন বহুবারই স্মারকলিপি দেয়া ও সাংবাদিক সম্মেলনসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড করেও কোন ফল পায়নি। যশোরের ভৈরব নদ রক্ষা আন্দোলনের আহ্বায় প্রফেসর আফসার আলী জানিয়েছেন, নদীকে বাঁচাতে হবে। তা না হলে আমাদের কৃষি, শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতি মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, কপোতাক্ষ ও ভৈরব নদের পাশাপাশি সীমান্তবর্তী বেতনা নদীর অবস্থা ভয়াবহ। শার্শা ও বেনাপোলের অংশে বেতনা নদীর দুই পাড়ের জমি দখল করে অসংখ্য বাঁধ দিয়ে ছোট ছোট পুকুর তৈরী করে মাছ চাষ করা হচ্ছে। এলাকার কয়েকজন মন্তব্য করলেন ‘বেতনা নদীর সিংহভাগই লুট হয়ে গেছে’। কেউ মাছ চাষ করছে। কোথাও এলাকার অনেকে পারাপারের সুবিধার জন্য নদীর বুকচিরে রাস্তা তৈরী করে নিয়েছে। মাঝে মধ্যে ভৈরব ও কপোতাক্ষ নদসহ বিভিন্ন নদ-নদীর বেশকিছু স্থানের পাটা বা বাঁধ

অপসারণ করা হয়। কিন্তু পরক্ষণেই আবার যা তাই অবস্থা দাঁড়ায়। নদপাড়ের ক্ষতিগ্রস্ত ও পানিবন্দি মানুষের দাবী, নদ-নদী কোন নির্দিষ্ট পয়েন্টে নয়, গোটা দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সব নদীর বুক থেকে পাটাতন ও আড়াআড়ি বাঁধ তুলে দিতে হবে বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও নদীপথের চলাচলসহ কোটি কোটি মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে। এদিকে, সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের মতে, নদী ভরাট, নদী দখল, পানিবদ্ধতাসহ বিভিন্ন কারণে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে দ্রুত জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। মাটি ও বায়ু গরম হচ্ছে। বদলে যাচ্ছে পরিবেশ। বাড়ছে মানুষের ভোগান্তি। ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হচ্ছে। পরিস্থিতি দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছে। যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া না হলে আরো ভয়াবহ দুর্যোগ ও পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে গোটা অঞ্চল। ফলে এখন থেকেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির দিকে সরকারকে বিশেষ নজর দেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে।